ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৪৯৭
আগরতলা,০২ জানুয়ারি,২০১৯

সচিবালয়ে তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী
গ্রামীণ জনগণকে প্রযুক্তিগত সুবিধার মাধ্যমে পরিষেবা প্রদানে তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরকে গুরুত্ব দিতে হবে

নতুন বছরের শুরুতেই রাজ্যের সরকারী দপ্তর সমূহে কম্পিউটার ভিত্তিক 'ই-ডাক' অ্যাপ্লিকেশন ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর ইতিমধ্যেই এই অ্যাপ্লিকেশনটি চালুর জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়েছে। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভায় একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন 'ই-ডাক' ব্যবস্থা চালু হলে সরকারী যে কোন সার্কুলার, নোটিফিকেশন, মেমোরেন্ডাম ইত্যাদি বিভিন্ন দপ্তর ও কার্যালয়ে পৌঁছানোর জন্য এতদিন যে সময় লাগত তা এখন অনেক কম সময়ে সম্পন্ন হবে। এর ফলে সরকারী কাজকর্মে গতি বাড়বে। জনগণ দ্রুততার সাথে সরকারী পরিষেবা পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রামীণ জনগণকে প্রযুক্তিগত সুবিধার মাধ্যমে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরকে গুরুত্ব দিতে হবে। এর জন্য কমন সার্ভিস সেন্টার (CSC) এ কি কি পরিষেবা মানুষ পেতে পারে, সে সম্পর্কে গ্রামের মানুষকে জানানোর জন্য দপ্তরকে কর্মসূচি গ্রহণ করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, কমন সার্ভিস সেন্টারের বিভিন্ন পরিষেবা সম্পর্কে গ্রামীণ এলাকায় প্রয়োজনে মাইকযোগে প্রচারের ব্যবস্থাও করতে হবে। লিফলেটের মাধ্যমে প্রচার করেও কমন সার্ভিস সেন্টারের বিভিন্ন পরিষেবা সম্পর্কে মানুষকে জানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরকে নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কমন সার্ভিস সেন্টারের পাওয়া বিভিন্ন পরিষেবা সম্পর্কে জানতে পারলে মানুষ সেই সেন্টারগুলি সম্পর্কে আকৃষ্ট হবেন। এতে বেকার যুবক-যুবতীরাও স্ব-উদ্যোগে ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে কমন সার্ভিস সেন্টার চালু করে রোজগারের সুযোগ পেতে পারেন। তাই কমন সার্ভিস সেন্টারগুলিকে উন্নত করার জন্য তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরকে লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সভায় মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী ই-চৌপল, ই-ফাইলিং ইত্যাদি পরিষেবা দ্রুততার সাথে চালু করার জন্যও সভায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

এদিনের সভায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব কুমার অলক তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরকে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) সংক্রান্ত বিষয়ে একটি কমন প্ল্যাটফর্ম চালু করার উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, জি আই এস সিস্টেমের কমন প্ল্যাটফর্ম চালু করা গেলে কৃষি, বন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি দপ্তরও এই সিস্টেম ব্যবহার করে কাজ করতে পারবে।

এদিনের সভায় তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের অধিকর্তা সলিল দাস দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্মের একটি রূপরেখা তুলে ধরেন। আলোচনায় তিনি দপ্তরের মূল করণীয় বিষয়, বর্তমান কর্ম পরিকল্পনা, অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা ও নতুনভাবে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয় তুলে ধরেন। কমন সার্ভিস সেন্টার সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধিকর্তা শ্রীদাস জানান, বর্তমানে ১১৯৫টি কমন সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে ৫৮২টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিতে ৮৪টি বিষয়ে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

***২-এর পাতায়

তিনি বলেন, এই কমন সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, বীমা, শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়, সাধারন বিভিন্ন পরিষেবা সহ ৮৪টি বিষয়ে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। এর ই-ডিস্ট্রিক্ট পরিষেবার অন্তর্গত আরও ১৯টি বিষয়ে শীঘ্রই পরিষেবা চালু করার জন্য দপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সভায় অধিকর্তা শ্রীদাস জানান, স্টেট ওয়াইজ এরিয়া নেটওয়ার্ক এ ৮৪টি পয়েন্ট অব প্রেজেন্স, ৯১টি সাইট, ২৪৪টি বিভিন্ন দপ্তরের কার্যালয় যুক্ত আছে। এরমধ্যে ৮টি জেলাশাসকের কার্যালয়, ২৩টি মহকুমা কার্যালয় ৫৮টি ব্লক কার্যালয় ১০০ শতাংশ কভার করা হয়েছে বলে তিনি জানান। এছাড়াও তিনি জানান, ভারত নেট-এ ৪৫৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি যুক্ত আছে। এরমধ্যে চলতি বছরে ৮০টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিকে ভারত নেট-এ যুক্ত করা হয়েছে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব এল কে গুপ্তা, প্রধান সচিব এল এইচ ডার্লং এবং দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণও।

*****